ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের ধিমাল ও বাঙালি সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়ন

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে সাতটি জেলা নিয়ে যে অঞ্চলটি গঠিত তা সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। এখানে বিভিন্ন জাতি, জনজাতির মানুষেরা বসবাস করে। যেমন— রাভা, মেচ, লিম্বু, সাঁওতাল, মালপাহাড়ি, মুণ্ডা, নেপালি, বাঙালি, ধিমাল প্রভৃতি। এখানকার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বাঙালিরা। তাই স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য জাতি-জনজাতির উপর বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। আমাদের আলোচনার বিষয় যেহেতু উত্তরবঙ্গের ধিমাল ও বাঙালিদের সংস্কৃতিকে নিয়ে তাই ধিমাল ও বাঙালিদের সংস্কৃতি একে অপরকে কতটা প্রভাবিত করে চলেছে তা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। পূর্বে আলোচিত অধ্যায়গুলির নিরিখে এখানে ধিমাল সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির সাদৃশ্যের ও বৈসাদৃশ্যের দিকগুলিকে আলোচনা করা হল। প্রথমে ধিমাল জনজাতির ও বাঙালি জনজাতির লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ওলোকচিকিৎসা পদ্ধতির সাদৃশ্যের দিকগুলিকে দেখানো যেতে পারে।

জন্মকেন্দ্রিক লোকাচারে সাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা যে ঘরে সন্তান প্রসব করে সেই ঘরের চালের উপর কিংবা দরজার সামনে কুলগাছের ডাল, মাছ ধরার জাল কিংবা লোহার তৈরি কাস্তে, নিড়ানি, ঝাড়ু রেখে দেয় অশুভ শক্তির হাত থেকে সন্তানকে মুক্ত রাখার জন্য।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই ধরনের আচার লক্ষ করা যায়। তারাও আঁতুড় ঘরের উপর কাস্তে, নিড়ানি, ঝাড়ু, মাছ ধরার জাল রেখে দেয় অশুভ শক্তির হাত থেকে সন্তানকে মুক্ত রাখার জন্য।
২. ধিমাল গর্ভবতী যে ঘরে সন্তান প্রসব করে সেখানে সারাদিন প্রায় আগুন রেখে দেয় একটি পাত্রে।	২. উত্তর বঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও আঁতুড় ঘরে সব সময় আগুন রেখে দিতে লক্ষ করা যায়।
৩. সন্তান জন্মের পর ধিমালদের মধ্যে উলুধ্বনি দেওয়ার আচারটি পালিত হয়।	৩. বাঙালিদের মধ্যেও এই আচারের প্রচলন লক্ষ করা যায়।
৪. ধিমালদের মধ্যে সন্তান প্রসবের সময় ধাই অথবা পার্শ্ববর্তী মহিলা সাহায্য করে থাকে।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও ধাই-ই সমস্ত আচার পালন করে প্রসবে সাহায্য করে।
৫. ধিমালরা প্রসবের সময় বা জন্মের সময় সন্তান থেকে মাকে আলাদা করার জন্য নাড়ি কাটে বাঁশের পাতলা ধারালো বাতা কিংবা মাটির	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও নাড়ি কাটতে ব্যবহৃত হয় বাঁশের পাতলা বাতা এবং মাটির পাত্রের টুকরো।

পাত্রের ভাঙা টুকরো দিয়ে।

৬. নাভি কাটার পর ধিমালরা কাটাস্থানে পোড়ামাটি এবং উনুনের মাটি লাগিয়ে দেয়।

৭. সন্তানের নাভি তাড়াতাড়ি শুকানোর জন্য ধিমালরা রসুন ও তেল গরম করে কাপড় দিয়ে সেঁক দেয়।

৮. সন্তানের জন্মের পরপরই তার মুখে ধিমালরা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী গোরা (ঘরে তৈরি মদ), মধু এমনকী ক্ষুর ধোয়া জল ছুঁইয়ে দেয়।

৯. সন্তান জন্মের ছয়দিন পর ধিমালরা নাপিত ডেকে শিশুর মাথার চুল ফেলে দেয়।

১০. ধিমালরা সন্তান প্রসবের পর গর্ভপুষ্পকে মাটির নীচে চাপা দিয়ে রাখে।

৬. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা নাড়ি-কাটাস্থানে পোড়া মাটি কিংবা উনুনের মাটি লাগিয়ে দেয়।

৭. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও নাভি শুকাতে একই আচার পালন করতে দেখা যায়।

৮. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা জন্মের পর শিশুর মুখে মধু ছুঁইয়ে দেয়

৯. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও ষষ্ঠীর দিন নাপিতকে ডেকে শিশুর মাথা নেড়া করিয়ে নেওয়া হয়।

১০. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও গর্ভপুষ্পকে মাটির নীচে চাপা দেয়।

জন্মকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. ধিমাল মহিলারা গর্ভকালীন অবস্থায় জোড়া কলা খায় না। তাদের বিশ্বাস জোড়া কলা খেলে যমজ সন্তান হবে।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালি গর্ভবতীরাও জোড়া কলা খায় না। তারাও বিশ্বাস করে জোড়া কলা খেলে যমজ সন্তান হবে।
২. ধিমাল সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে যে গর্ভকালীন অবস্থায় যদি কোন মহিলা খাবারের ইচ্ছে অপূর্ণ রাখে তবে তার সন্তানের মুখ দিয়ে লালা ঝড়ে।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।
৩. ধিমাল মহিলারা গর্ভকালীন অবস্থায় ডাবের জল খায় না। তাদের বিশ্বাস ডাবের জল খেলে সন্তানের চোখ সাদা ঘোলাটে হয়।	৩. বাঙালিরা একই বিশ্বাসের জন্য ডাবের জল খায় না।
৪. গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা চ্যাং মাছ, ল্যাটা মাছ খায় না। তাদের বিশ্বাস এই মাছ খেলে সন্তানের মাথার আকৃতিও এই সমস্ত মাছের মতো হবে। এখানে ধিমালদের সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস কার্যকরী হয়েছে।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালি গর্ভবতীরাও একই ধরনের বিশ্বাস থেকে চ্যাং কিংবা ল্যাটা মাছ খায় না।
৫. গর্ভকালীন অবস্থায় মাঠের থেকে ফিরিয়ে আনা ভাত ধিমালরা খায় না। এতে তাদের বিশ্বাস মাঠের থেকে আনা ভাতে প্রেতাত্মা বা অপদেবতার প্রভাব থাকতে পারে এবং যা খেলে সন্তানের ক্ষতি হবে।	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালি গর্ভবতীরাও একই কারণে মাঠ ফেরৎ ভাত খায় না।

৬. ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা ভরা বস্তার উপর এবং ছামের উপর বসে না। তাদের বিশ্বাস বসলে সন্তানের পেট বস্তা কিংবা ছামের মতো আকৃতির হবে। এখানে ধিমালদের সাদৃশমূলক যাদুবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষ করা যায়।	৬. বাঙালি গর্ভবতী মহিলারাও একই বিশ্বাসে ভরা বস্তার উপর বসে না।
৭. ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা কোথাও বের হলে সঙ্গে তুলসী লাভা (তুলসী পাতা) নিয়ে বের হয়। এতে তাদের বিশ্বাস তাকে আর কোন অপদেবতা স্পর্শ কিংবা ক্ষতি করতে পারবে না। এখানে ধিমালদের প্রতিরোধমূলক যাদুবিশ্বাসের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।	৭. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাস ও সংস্কার বর্তমান।
৮. ধিমাল গর্ভবতী মহিলারা শ্মশানের পাশ দিয়ে যায় না। তাদের বিশ্বাস সন্তানের ক্ষতি হতে পারে অপদেবতার প্রভাবে।	৮. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাস ও সংস্কার লক্ষ করা যায়।
৯. গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা গরু ছাগলের দড়ি ডিঙিয়ে কোথাও যায় না। তাদের বিশ্বাস সন্তানের সঙ্গে মায়ের যে নাড়ির সংযোগ রয়েছে তাতে কাটা পড়ে।	৯. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী।
১০. গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা সন্ধ্যার পর চুল খুলে রাখে না। তাদের বিশ্বাস চুল খুলে রাখলে অশুভ শক্তির দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে।	১০. বাঙালি গর্ভবতীরাও সন্ধ্যার পর চুল খুলে রাখে না একই কারণে।
১১. ধিমাল সমাজের গর্ভবতী মহিলারা তাদের নিজেদের কাপড় সন্ধ্যার পর কখনোই ঘরের বাইরে রাখে না। তাদের বিশ্বাস এই কাপড় কেউ সংগ্রহ করে তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা তার এবং তাদের সন্তানের ক্ষতি করতে পারে। এখানে ধিমালদের সংস্পর্শমূলক যাদুবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।	১১. উত্তরবঙ্গের বাঙালি গর্ভবতী মহিলারা একই বিশ্বাসের জন্য কাপড় সন্ধ্যার পর বাইরে রাখে না।
১২. ধিমাল সমাজের গর্ভবতী মহিলারা একা রাতে বাইরে বের হয় না। তাদের বিশ্বাস একা বের হলে তার গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে অশুভ শক্তির দ্বারা।	১২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা গর্ভবতী মহিলারাও রাতে একা বের হয় না একই কারণে।
১৩. ধিমাল সমাজের গর্ভবতী মহিলারা রাতে কিংবা সন্ধ্যায় বারান্দায় শোয় না। তাদের	১৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাস ও সংস্কার বর্তমান।

বিশ্বাস এই সময় অশুভ আত্মারা ঘুরে বেড়ায় তার নজর লেগে গেলে সন্তানের ক্ষতি হবে।	
১৪. ধিমাল সমাজে গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলারা কখনো মেঝেতে দাগ কাটে না এবং অন্য কোনকিছুই কাটে না। তাদের বিশ্বাস এই সময় কাটলে সন্তানের শরীরের কাটার চিহ্ন পড়ে।	১৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাস ও সংস্কার লক্ষ করা যায়।
১৫. ধিমাল সমাজে গর্ভকালীন অবস্থায় আগুনে জল ঢালে না। এতে তাদের বিশ্বাস জল ঢাললে বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।	১৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও একই বিশ্বাসের জন্য গর্ভকালীন অবস্থায় আগুনে জল দেয় না।
১৬. ধিমালরা বিশ্বাস করে নামকরণের মধ্যে দিয়ে শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট ফুটে উঠবে।	১৬. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও বিশ্বাস করে নামকরণের মধ্যে দিয়ে শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে।

বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচারে সাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. পাত্রপাত্রী নির্বাচন— ধিমালদের বিবাহের লোকাচারের পর্ব শুরু হয় পাত্রপাত্রী নির্বাচন থেকে। প্রথমে পাত্রের বাড়ি থেকে পাত্রের বাবা অন্যান্য দু'চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পাত্রীর বাড়িতে উপস্থিত হয় পাত্রীকে দেখার জন্য। একইভাবে পরবর্তীতে পাত্রকে দেখতে যায় পাত্রীর বাড়ি থেকে। পাত্র-পাত্রী পছন্দ হলে বিবাহের জন্য দুজনে নির্বাচিত হয় পরপস্পরের জন্য।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদেরও বিবাহের লোকাচারের সূচনা হয় পাত্রপাত্রী নির্বাচন থেকে। সাধারণত পাত্রে বাড়ি থেকে পাত্র কিংবা বাড়ির অভিভাবক কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পাত্রী নির্বাচন করতে যায়। পাত্রী পছন্দ হোক আর না হোক কিছু দক্ষিণা বা সম্মানস্বরূপ পাত্রীকে কিছু অর্থ প্রদান করে।
২. ধিমালদের বিবাহে ঘটক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।	২. বাঙালিদের বিবাহেও ঘটকের বিশেষ ভূমিকা আছে।
৩. ধিমালদের বিবাহের সময়ে বর বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে বিয়ের জন্য যাত্রা করে। সঙ্গে থাকে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদেরও বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার হল বরযাত্রা। এখানেও বিয়ের উদ্দেশ্যে বর আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে কন্যার বাড়িতে যাত্রা করে।
৪. প্রবেশপথ আটকানো— ধিমালদের বিবাহে বর যখন তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বিয়ে করতে যায় তখন পাত্রীর বাড়ির লোকেরা গৃহের প্রবেশমুখে বরকে আটকায় এবং পানের উপর টাকা রেখে দিয়ে সম	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিবাহের লোকাচারেও এই পর্বটি লক্ষ করা যায়। পাত্রীর বাড়ির গৃহের সামনে বরকে আটকানো হয়। তারপর তাকে মিষ্টি খাইয়ে কনের মা বরণ করে নেয়। তবে এখানেও

পরিমাণ টাকা আদায় করে।	ধিমালদের মতোই পাত্রীপক্ষকে কিছু অর্থ দিয়ে বর ভেতরে ঢোকার সম্মতি পায়।
৫. বর বরণ— গৃহের প্রবেশ পথ থেকে শাশুড়ি বরকে ধান, দূর্বা, পান মাথায় দিয়ে বরণ করে নেয়।	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও বর বরণ নামে লোকাচারটি পালিত হয়।
৬. পা ধোয়ানো— ধিমালদের মধ্যে বর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে পাত্রীর ভাই কিংবা বোন পা ধুইয়ে দেয়।	৬. বাঙালিদের মধ্যেও এই লোকাচার পালিত হয়। সাধারণত কনের ছোট ভাই কিংবা বোন পা ধুইয়ে দেয় এবং পা ধোয়ানো বাবদ কিছু অর্থ আদায় করে।
৭. সাত পাক— ধিমালদের বিবাহে 'সাতপাক' নামক লোকাচারটি পালিত হয়ে থাকে। এই আচার কয়েক বছর আগেও ধিমালদের মধ্যে ছিল না। বাঙালি সংস্কৃতি থেকেই এই আচার ধিমালদের মধ্যে প্রবেশ করেছে।	৭. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিবাহেও 'সাতপাক' নামক লোকাচারটি পালিত হয়।
৮. সিঁদুর দান— ধিমালদের বিবাহে সিঁদুর দানের প্রচলন রয়েছে। সাতপাক সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই বর বধূকে তিনবার সিঁদুর পরিয়ে দেয় যা সিঁদুর দান নামে পরিচিত।	৮. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিবাহেও সিঁদুর দানের লোকাচার পালিত হয়।
৯. বধূ বরণ— ধিমালদের বিবাহে বধূ বরণের লোকাচারটি পালিত হয়। বর নববধূকে নিয়ে বাড়িতে এলে বরের মা বরণডালায় করে ধান, দূর্বা, পান, সুপারি নিয়ে এসে বধূকে বরণ করে নেয়।	৯. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও নববধূকে বরণ করে নেওয়ার লোকাচার পালিত হয়।

খ. বিবাহকেন্দ্রিক লোকাবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. ধিমালরা একই গোত্রে বিবাহ করে না। অমঙ্গল হয় বলে তারা বিশ্বাস করে।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও একই বিশ্বাসে সমগোত্রে বিবাহ করে না।
২. বিবাহে কালো পোশাক পরে না। পরলে বিবাহিত জীবনে দুঃখের কালো ছায়া নেমে আসে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও একই বিশ্বাসে বিবাহে কালো পোশাক পরে না। এমনকী কালো কোনকিছু উপহারও দেয় না।
৩. অবিবাহিত ছেলে কিংবা মেয়ের গায়ে প্রজাপতি উড়ে এসে বসলে সেই ছেলে অথবা মেয়ের বিবাহ আসন্ন বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও গায়ে প্রজাপতি উড়ে এসে বসলে বিবাহ আসন্ন বলে বিশ্বাস করে।

৪. ধিমালর সমাজে অবিবাহিত মেয়ে কিংবা ছেলের গায়ে কুলোর হাওয়া লাগলে তারা বিশ্বাস করে যে তাদের বয়স্ক বর অথবা স্ত্রী পাবে।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাস প্রচলিত আছে।
৫. ধিমাল সমাজে বিবাহের সময় মণ্ডপের কলাগাছ ভাঙলে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে।	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও কলাগাছ ভাঙাকে কেন্দ্র করে একই বিশ্বাস জড়িত রয়েছে।
৬. ধিমাল বিবাহে বিজোড় সংখ্যাকে শুভ বলে বিশ্বাস করে।	৬. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও বিবাহের ক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যাকে শুভ বলে বিশ্বাস করে।
৭. ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, চৈত্র এই কয় মাসে ধিমালরা বিবাহ করে না।	৭. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, চৈত্র এই কয় মাসে বিবাহ নিষেধ।
৮. ধিমালর সমাজে ছেলে অথবা মেয়ের জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ। জন্মবারে বিয়ে করলে আয়ু ক্ষয় হয় বলে ধিমালদের মধ্যে বিশ্বাস আছে।	৮. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও জন্মবারে বিবাহ করে না। তাদের মধ্যেও ধিমালদের মতো একই বিশ্বাস রয়েছে।

গ. মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচারে সাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. উত্তরবঙ্গের ধিমালদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে মৃতদেহকে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে নিয়ে এসে উত্তর দিকে মাথা করে শুইয়ে দেয়। তারপর সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে (নাভি, চোখ, নাক) তুলসীপাতা রেখে দেয়।	১. বাঙালিদের মধ্যেও মৃত্যুর পর মৃতদেহের উপর সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে তুলসীপাতা রেখে দেওয়ার আচার পালিত হয়।
২. ধিমালদের মধ্যে মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে সৎকার না করা পর্যন্ত কেউ না কেউ স্পর্শ করে থাকে।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও মৃতদেহকে স্পর্শ করে থাকার আচারটি পালিত হয়।
৩. ধিমালদের মধ্যে মৃতদেহকে কখনো আগুনে পোড়ায়, আবার কখনো সমাধিস্ত করে।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও মৃতদেহকে কখনো আগুনে পোড়ানো হয় আবার কখনো সমাধিস্ত করা হয়।
৪. ধিমালরা কাঁচা বাঁশ কেটে মাঞ্চালী তৈরি করে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যায়।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও কাঁচা বাঁশ দিয়ে তৈরি বাঁশের দোলা তৈরি করে তাতে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যায়।
৫. মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় ধিমালরা শিমুল গাছের ডাল, নুন, খই প্রভৃতি ছিটিয়ে দেয়।	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও খই ছিটিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোকাচার রয়েছে।

৬. ধিমালরা মৃতদেহের মাথা উত্তরদিকে রেখে সমাধিস্ত করে বা চিতায় তুলে আগুন দেয়।	৬. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও মৃতদেহের মাথা উত্তরে রেখে সমাধিস্ত করে বা চিতায় তুলে দেয়।
৭. ধিমালরা মৃতদেহ সৎকার করে বাড়িতে এসে আগুন ও লোহা স্পর্শ করে শুকৌতি (পাটপাতা) মুখে দেয় এবং তুলসীপাতা দেওয়া জল শরীরে ছিটিয়ে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।	৭. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও মৃতদেহ সৎকার করে বাড়ি ফিরে এলে আগুন ও লোহা স্পর্শ করে এবং তুলসীপাতা যুক্ত জল শরীরে ছিটিয়ে নেয়।
৮. ধিমালদের মধ্যে পিতার মৃত্যু হলে তার পুত্রদের সাদা থান কাপড় পড়তে হয়। গলায় লোহার চাবি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগের দিন পর্যন্ত রাখতে হয়।	৮. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও পিতার মৃত্যুতে সাদা মার্কিন থান কাপড় পড়ে এবং গলায় কিংবা কোমরে লোহার চাবি রাখে।
৯. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে পর্যন্ত ধিমালরা তেল, হলুদ ছাড়া আতপ চালের ভাত খায়।	৯. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে পর্যন্ত তেল, হলুদ ছাড়া খাবার খেয়ে থাকে।
১০. ধিমালদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে ক্ষৌরকার্যের লোকাচার পালিত হয়। অর্থাৎ এই দিনে শ্মশান যাত্রীরা তাদের চুল ও নখ নাপিতকে দিয়ে কাটিয়ে নেয়।	১০. বাঙালিদের মধ্যেও ক্ষৌরকার্য নামক লোকাচারের বিশেষ প্রচলন আছে।
১১. ধিমালরা মৃতের ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ শ্মশানে নিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।	১১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও মৃতের ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ জ্বালিয়ে দেয়।

মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. ধিমালরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে।
২. ধিমালরা মৃতদেহকে সৎকার না করা পর্যন্ত কেউ না কেউ স্পর্শ করে থাকে। ছুঁয়ে থাকলে তাদের বিশ্বাস অপশক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই সংস্কার ও বিশ্বাস লক্ষ করা যায়।
৩. ধিমালদের মধ্যে বিশ্বাস আছে কোন ব্যক্তির শনি কিংবা মঙ্গলবারে মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি হয় না।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাস লক্ষ করা যায়। তাই তারা দোষ কাটাতে আবার সমাধির উপরে কলার মোচা দিয়ে দেয়।
৪. ধিমালরা বিশ্বাস করে কেউ যদি তার ইচ্ছে অপূর্ণ রেখে মারা যায় তবে তার আত্মার মুক্তি ঘটে না।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও বিশ্বাস করে ইচ্ছে অপূর্ণ রেখে মারা গেলে আত্মার মুক্তি ঘটে না।
৫. ধিমাল সমাজে মৃত্যুর পর অশৌচ থাকাকালীন কেউ চুল, নখ কাটে না।	৫. বাঙালিদের মধ্যেও অশৌচ থাকাকালীন চুল কিংবা নখ কাটে না।

অন্যান্য লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. ধিমাল মহিলারা চুলে থুতু দিয়ে তবেই ফেলে। তারা বিশ্বাস করে চুলে থুতু না দিলে কেউ তার চুল নিয়ে তাকে ক্ষতি করতে পারে। এখানে থুতু দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ধিমালদের প্রতিরোধমূলক যাদুবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালি মহিলারাও ধিমালদের মতো চুলে থুতু দেয়।
২. ধিমাল সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে যে ভাত রান্না করার সময় একমুঠো চাল আলাদা করে রাখলে সংসারের কল্যাণ হয়।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও বিশ্বাস করে রান্নার সময় একমুঠো চাল তুলে রাখলে সংসারের কল্যাণ হয়।
৩. কেউ বিড়াল মারলে তার হাত কাঁপবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও বিড়াল মারাকে কেন্দ্র করে একই বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।
৪. রাতে কুকুর কান্না করলে গ্রামের অমঙ্গল হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও রাতে কুকুরের কান্নাকে অশুভ মনে করে।
৫. বাড়ির শুকনো ডালে কাক ডাকাকে ধিমালরা অশুভ মনে করে।	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বাড়ির শুকনো ডালে কাক ডাকাকে অশুভ মনে করে।
৬. ছেলেদের বাঁ চোখ কাঁপলে অশুভ কিছু হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	৬. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাস লক্ষ করা যায়।
৭. জোড়া শালিক দেখাকে ধিমালরা শুভ মনে করে।	৭. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও জোড়া শালিক দেখাকে কেন্দ্র করে একই বিশ্বাস বর্তমান।
৮. পিঁপড়ে ডিম নিয়ে সারিবদ্ধভাবে উঁচু কোথাও উঠতে থাকলে ধিমালরা বিশ্বাস করে যে বৃষ্টিপাত হবে।	৮. পিঁপড়ের ডিম নিয়ে উপরের কোথাও ওঠাকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাস বর্তমান।
৯. খেতে বসে হেঁচকি উঠলে ধিমালরা বিশ্বাস করে যে কেউ তাকে মনে করেছে।	৯. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও একই বিশ্বাস বর্তমান।
১০. পায়ের তালু চুলকালে পরদেশে যাত্রা হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	১০. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও পায়ের তালু চুলকানোকে কেন্দ্র করে একই বিশ্বাস বর্তমান।
১১. স্বপ্নে অন্যের ভালো দেখলে নিজের ভালো হয়। আর নিজের ভালো দেখলে অন্যের ভালো হয় বলে ধিমাল সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে।	১১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও স্বপ্নকে কেন্দ্র করে একই ধরনের বিশ্বাস বর্তমান।
১২. যাত্রাপথে শূন্য কলসি দেখলে যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয় না বলে উত্তরবঙ্গের ধিমালরা বিশ্বাস করে।	১২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও শূন্য কলসি দেখে যাত্রা করা অশুভ মনে করে।

লোকচিকিৎসায় সাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. জ্বর হলে ধিমালরা তাদের নিজস্ব লোকচিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করলেও অনেক সময় আবার বাঙালিদের মতোই চিরতা জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জল পান করে।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা জ্বর হলে চিরতা ভিজিয়ে জল পান করে থাকে।
২. আমাশা রোগে ধিমালরা থানকুনি পাতার রস খায়।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও আমাশায় থানকুনি পাতার রস খেয়ে থাকে।
৩. কেটে গেলে ধিমালরা তাদের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়াও বাঙালিদের মতো গাঁদা ফুলের পাতা পিষে কাটাস্থানে লাগিয়ে দেয়। তাছাড়া কচুর ডাটার রস, দূর্বা ঘাসের রস প্রভৃতিও লাগায়।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও কাটা স্থানে গাঁদা পাতা এবং দূর্বা ঘাসের রস অথবা কচুর ডাটার রস লাগায়।
৪. আগুনে পুড়ে গেলে ধিমালরা কাঁচা আলু থেঁতলে পোড়া স্থানে লাগায়। ডিমের কুসুম লাগায়।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও পুড়ে গেলে পোড়া স্থানে কাঁচা আলু পিষে লাগিয়ে দেয়।
৫. সর্দি কাশিতে ধিমালরা তাদের অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ করলেও বাঙালিদের মতো আবার তুলসীপাতা ও বাসক পাতা খেয়ে থাকে।	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা সর্দিকাশিতে সাধারণত বাসক পাতা ও তুলসীপাতার রস খায়।
৬. হাড় ভেঙে গেলে ধিমালরা হাড় জোড় নামক লতানো গাছের কাণ্ড দিয়ে চিকিৎসা করে থাকে।	৬. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও হাড় ভাঙা রোগের চিকিৎসা করে থাকে হাড়জোড়া নামক গাছের কাণ্ড দিয়ে।
৭. কৃমি হলে ধিমালরা কচি আনারস পাতার রস খায় খালি পেটে।	৭. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও কৃমির উৎপাতে কচি আনারস পাতার রস খেতে দেখা যায়।
৮. হাত পা মচকে গেলে ধিমালরা কাঁচা হলুদ ও চুন লাগিয়ে দেয়।	৮. হাত পা মচকানোতে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও চুন এবং হলুদ লাগিয়ে থাকে।
৯. অরুচি হলে উত্তরবঙ্গের ধিমালরা অর্জুন গাছের ছাল রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে ভাতের সঙ্গে খায়।	৯. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও অরুচি হলে অর্জুন গাছের ছাল গুঁড়ো করে খায়।
১০. মাথায় উকুন হলে ধিমালরা চিরতা পাতা ও কাণ্ড জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জল মাথায় লাগায়।	১০. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও মাথার উকুন দূর করতে চিরতা ভেজানো জল মাথায় লাগায়।

১১. ঘামাচি হলে ধিমালরা কচি তেজপাতা বেটে লাগিয়ে দেয়।	১১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও ঘামাচি হলে কচি তেজপাতা বেটে লাগিয়ে দেয়।
১২. জোঁকের আঘাতে ধিমালরা লবণ লাগিয়ে দেয় তারপর ক্ষতস্থানে চুন লাগায়।	১২. উত্তবঙ্গের বাঙালিরাও জোঁক লাগলে প্রথমে লবণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে সেখানে চুন লাগিয়ে দেয়।
১৩. মুখের দুর্গন্ধ হলে ধিমালরা পান খায়। তাছাড়া তুলসীপাতার রসও খেয়ে থাকে।	১৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরাও মুখের দুর্গন্ধে পান খেয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত সাদৃশ্যের পাশাপাশি ধিমাল জনজাতি ও বাঙালি জাতির লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও লোকচিকিৎসা পদ্ধতিতে কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

জন্মকেন্দ্রিক লোকাচারে বৈসাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. সন্তান জন্মের পূর্বে ধিমালদের মধ্যে 'সাধভক্ষণ' নামে কোনো লোকাচার পালিত হয় না।	১. সন্তান জন্মের পূর্বে বাঙালিদের মধ্যে গর্ভবতীকে কেন্দ্র করে 'সাধভক্ষণ' নামক একটি লোকাচার পালিত হয়।
২. ধিমালদের মধ্যে সন্তান জন্মকে ঘিরে ওঝার দ্বারা বিশেষ লোকাচার পালিত হয়। গর্ভবতী হওয়ার পরেই ওঝাকে দিয়ে তেল জল মন্ত্রপুত করে সেই জল পেটে মালিশ করা হয়।	২. বাঙালিদের মধ্যে সন্তান জন্মকে কেন্দ্র করে কবিরাজ বা ওঝার বিশেষ ভূমিকা নেই।
৩. ধিমাল গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে সঙ্গে সঙ্গে তারা দেবতার উদ্দেশ্যে পাঁঠা, মোরগ, পায়রা উৎসর্গ করে।	৩. বাঙালিদের মধ্যে প্রসব বেদনার সময় দেবতার উদ্দেশে দেবস্থানে গিয়ে কোনো লোকাচার পালনের রীতি নেই।
৪. সন্তান প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পর গর্ভবতীকে চিঁড়ে কুটতে দেওয়া হয়।	৪. সন্তান প্রসবের পরে গর্ভবতীকে কেন্দ্র করে এরূপ কোন আচারের প্রচলন লক্ষ করা যায় না।
৫. ধিমালদের মধ্যে অন্নপ্রাশন বলে কোনো লোকাচার পালিত হয় না।	৫. বাঙালিদের মধ্যে সন্তান জন্মের কিংবা আট মাস পরে 'অন্নপ্রাশন' নামে একটি লোকাচার পালিত হয়।
৬. যে ঘরে সন্তান প্রসব করে সেখানে ওঝাকে বাণ মারে।	৬. বাঙালিদের মধ্যে এরকম লোকাচার পালিত হয় না।
৭. পুত্র সন্তান হলে ধিমালদের মধ্যে তিনবার আর কন্যা সন্তান হলে পাঁচবার উলুধ্বনি দেয়।	৭. পুত্র সন্তান হলে বাঙালিদের মধ্যে পাঁচবার আর কন্যা হলে তিনবার উলুধ্বনি করে।

জন্মকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের বৈসাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা বাঁশ কাটে না।	১. বাঙালি গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে বাঁশ কাটাকে নিয়ে কোনো বিশ্বাস ও লোকাচার লক্ষ করা যায় না।
২. গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা যদি কুকুরের মিলন দেখে তবে তারা সেটাকে অশুভ মনে করে।	২. বাঙালিদের মধ্যে কুকুরের মিলন দেখাকে কেন্দ্র করে কোন বিশ্বাস কিংবা সংস্কার গড়ে ওঠেনি।
৩. গর্ভকালীন অবস্থায় পাখিদের মিলন দেখাকে শুভ মনে করে ধিমাল সমাজের লোকেরা।	৩. বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো ভাবনা বা বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।
৪. ধিমাল গর্ভবতী মহিলারা কচ্ছপ দেখাকে অশুভ মনে করে।	৪. বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।
৫. গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা ঝগড়া করে না। তাদের বিশ্বাস ঝগড়া করলে গর্ভস্থ সন্তান ঝগড়ুটে হবে।	৫. বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাসনেই।
৬. ধিমাল সমাজের গর্ভবতী মহিলারা কালো বিড়াল দেখাকে অশুভ মনে করে। তাদের বিশ্বাস কালো বিড়াল দেখলে তাদের গর্ভস্থ সন্তানও কালো হবে।	৬. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের কালো বিড়ালকে কেন্দ্র করে এরূপ কোনো বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।
৭. ধিমাল মহিলারা প্রসব বেদনা উঠলে বেশি লোককে জানায় না। তাদের বিশ্বাস বেশি লোককে জানালে প্রসব যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়।	৭. বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।
৮. প্রসবের পর গর্ভপুষ্প যদি বস্তায় কিংবা কোনো পাত্রে রেখে রাস্তার চৌমাথায় রেখে দেয় আর এটা দেখে যদি কোন লোক গালিগালাজ করে তবে শিশুর কল্যাণ হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	৮. বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।
৯. ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা বন্ধ্যা নারী ও আটকুঁড়ে পুরুষ দেখাকে অশুভ মনে করে।	৯. তবে বাঙালি সমাজে বিশেষ বিশেষ সময়ে আটকুঁড়ে পুরুষ ও বন্ধ্যা নারীকে দেখা অশুভ মনে করলেও গর্ভবতীকে কেন্দ্র করে এরূপ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচারে বৈসাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. ধিমালদের বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রী নির্বাচন করতে যাওয়ার সময় পাত্রের বাবা সঙ্গে গোরা (ঘরে তৈরি মদ), পান, সুপারি নিয়ে যায়। এবং সেগুলি পাত্রীর বাবার পায়ের সামনে রেখে মেয়েকে ভিক্ষে চাইতে হয়।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে পাত্র কিংবা পাত্রী নির্বাচন করতে যাওয়ার সময় সঙ্গে বিশেষ কিছুই নেয় না আলাদা ভাবে।
২. অধিবাস বা গায়ে হলুদের কোনো আচার ধিমাল বিবাহে পালিত হয় না।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিবাহের অধিবাস এবং গায়ে হলুদ লোকাচারের প্রচলন আছে।
৩. বরযাত্রীদের কন্যার বাড়ির প্রবেশপথ আটকালে ধিমালদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া গোরা (ঘরে তৈরি মদ), নারকেল, পান ও হুঁকো দিয়ে গৃহের অভ্যন্তরে যাওয়ার স্বীকৃতি পায়।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে বরযাত্রীদের প্রবেশ পথ আটকালে কন্যাপক্ষকে অর্থ দিয়ে ভেতরে যাবার অনুমতি পায়।
৪. ধিমালদের বিবাহের লোকাচারে ধামীর/ পুরোহিতের কোনো ভূমিকা নেই।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিবাহের লোকাচারে পুরোহিতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।
৫. ধিমালদের বিবাহের লোকাচারে মণ্ডপে পাত্র-পাত্রীকে দশটি রীতি বোঝানো হয়।	৫. কিন্তু বাঙালিদের বিবাহে এরকম কোনো রীতি লক্ষ করা যায় না।
৬. ধিমাল সমাজে বিয়ে করতে যাওয়ার সময় বরকে তার শাশুড়ির জন্য লাউয়ের বশে গোরা এবং দাকাবোনা নিয়ে আসতে হয় এবং যা তার শাশুড়িকে মাতৃঋণ স্বরূপ তুলে দিতে হয়।	৬. বাঙালিদের মধ্যে শাশুড়ির হাতে শুধুমাত্র শাড়ি তুলে দেওয়ার লোকাচার পালিত হয়।
৭. ধিমালদের মধ্যে নববধূকে বহন করে নেওয়ার পর তাকে কলা খাওয়ানোর লোকাচার পালিত হয়।	৭. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে কলা খাওয়ানোর আচার পালিত হয় না।
৮. ধিমালদের বিবহের বেশির ভাগ লোকাচারগুলি পালিত হয় বিবাহ মণ্ডপে বসে। এখানে পাত্র-পাত্রীকে দশটি রীতি বোঝানো হয় আর সঙ্গে সঙ্গে পাত্র-পাত্রীকে বিভিন্ন লোকাচার পালন করতে হয়। যেমন— • চোর কসুর/চুরির দোষ স্বীকার— এই রীতিতে পাত্র মেয়ের বাড়ির অভিভাবকদের ইউ, পান, সুপারি হাতে তুলে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। • পাঞ্চৌলি (পাঁচজন)— এই রীতিতে গ্রামের	৮. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে এই সমস্ত লোকাচারগুলি লক্ষ করা যায় না।

পাঁচজন বিশিষ্ট লোকের হাতে পাঁচ বোতল ইউ, পান, সুপারি ও টাকা দেন।

- ধামী দীর্ঘদিন রক্ষা করে এসেছে বলে তাকে দেওয়া হয় দু বোতল ইউ।
- মণ্ডল (ধিমালদের প্রধান)-কে দেয় দু বোতল ইউ।
- দুধোলী (মাতৃঋণ শোধ) মেয়ের মা দীর্ঘদিন মেয়েকে পালন করার জন্য, বর তার শাশুড়িকে দেয় একটি দাকাবোনা, সাতটি পান, দু থেকে সাত টাকা এবং এক বোতল ইউ।
- ধনাস কাউরী— এই রীতিতে বরবধূ ছোটদের হাতে তুলে দেয় সাত টাকা ও সাতটি সুপুরি।
- ঘর ছৈনী— এই রীতিতে নববধূ গ্রামের লোকের মধ্যে ইউ পরিবেশন করে।
- চুমনি— এই রীতিতে বর ও কনের মা-বাবা পরস্পর পরস্পরকে দুটি পান ও দুটি সুপারি হাতে তুলে দেয়।
- ঘর ছেকাউনি— বিবাহ অনুষ্ঠানটি যাদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় তাদেরকে ইউ (ঘরে তৈরি মদ) ও পান, সুপারি প্রদান করে।

বিবাহকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের বৈসাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. ধিমাল সমাজে বিবাহ ঠিক করতে যাওয়ার সময় সঙ্গে নেওয়া বস্তুসামগ্রী যদি কোন কারণে পড়ে যায় তবে তারা বিশ্বাস করে সম্বন্ধ আর পাকা বা ঠিক হবে না।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে এরূপ কোনো বিশ্বাস ও সংস্কার লক্ষ করা যায় না।
২. ধিমাল সমাজে বরযাত্রীরা যাত্রা কালে যদি কোন টেকো ব্যক্তিকে দেখে তাহলে তাদের যাত্রা শুভ হয় না বলে বিশ্বাস করে।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে বিবাহের যাত্রাকালে কালো বিড়াল রাস্তা কাটলে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে।
৩. ধিমালদের মধ্যে বিবাহ ঠিক হবার পরে এবং বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার আগে যদি পাত্র কিংবা পাত্রীর বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে ধিমালরা বিশ্বাস করে সে বিবাহ সুখের হবে না।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাস বা সংস্কার লক্ষ করা যায় না।

৪. ধিমালদের মধ্যে বিবাহের দিন এবং পাত্রী উভয়ে ভালো খাবার খায়। তাদের বিশ্বাস এইদিন ভালো খাবার খেলে তারা দুজনে সারাজীবন এভাবে মিলেমিশে খেতে পারবে।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিবাহে পাত্র-পাত্রী বিবাহের দিন উপোস থাকে।

মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচারে বৈসাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. ধিমাল সমাজে কারো মৃত্যু হলে মৃতদেহকে বাইরে শুইয়ে দিয়ে মাথার পাশে জলন্ত প্রদীপ, অর্ধসেদ্ধ ডিম ভাজা, ঘটিতে জল, কপালে কাঁচা টাকা রেখে দেয়।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে মৃতদেহকে বাইরে শোয়ানোর পর মাথার পাশে শুধুমাত্র ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করে না।
২. উত্তরবঙ্গের ধিমালদের মধ্যে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় শিমুলের ডাল, নুন, হলুদ প্রভৃতি ছিটিয়ে নিয়ে যায়।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে শুধুমাত্র খই ছিটিয়ে নিয়ে যাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।
৩. ধিমালদের মধ্যে মৃতদেহকে সমাধিস্থ করার পর সমাধিস্থানের উপর পাথর চাপা দেওয়া হয়। এবং এর উপরে একটি মুরগির বাচ্চা ছেড়ে দেওয়া হয় মৃতের সঙ্গী হিসেবে।	৩. বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো লোকাচারের প্রচলন নেই।
৪. ধিমালদের মধ্যে সমাধিস্থানের পাশে একটি কলাগাছ কিংবা ফুলগাছ লাগিয়ে দিতে দেখা যায়।	৪. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে সাধারণত তুলসী গাছ লাগাতে দেখা যায়।
৫. ধিমালদের মধ্যে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময় মৃতদেহের শরীর থেকে সাদা সুতো সমাধির উপর পর্যন্ত বের করে রাখে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন সাদা সুতোর সঙ্গে বাড়ি থেকে আনা সাদা সুতো জুড়ে আত্মাকে বাড়ির দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে কাঁসার বাটি বাজিয়ে।	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে আত্মাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য এরকম কোনো লোকাচার পালন করে না।

মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের বৈসাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. মৃতদেহকে বিড়াল কিংবা কুকুর স্পর্শ করলে মৃতের পা মাথার দিকে আর মাথা পায়ের দিকে চলে আসে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	১. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

২. মৃতব্যক্তিকে বাড়ি থেকে 'মরাঘাটি'তে (শ্মশান) নিয়ে যাওয়ার সময় শেয়াল দেখাকে ধিমালরা শুভ বিশ্বাস করে মৃতব্যক্তি পরজন্মে বুদ্ধিমান হবে।	২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাসের প্রচলন নেই।
৩. গর্ভবতীর মৃত্যু হলে তার পেট চিড়ে সন্তান বের করে আলাদাভাবে সমাধিস্থ করে। তাদের বিশ্বাস আলাদাভাবে সমাধিস্থ না করলে আত্মার মুক্তি ঘটবে না।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে এরূপ কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রচলন নেই।

অন্যান্য লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের বৈসাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে উঠানের মধ্যে লাঙলের ইশ উল্টো করে রাখলে বৃষ্টিপাত কমে যায় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	১. প্রচুর বৃষ্টি হলে উত্তরবঙ্গের লোকেরা উঠোনেরে মধ্যে বাটি উল্টো করে রাখে। এতে তাদের বিশ্বাস বৃষ্টি কমে যায়।
২. বিড়াল ম্যাউ-ম্যাউ করে ডাকতে ডাকতে বাড়িতে ঢুকলে বাড়ির কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	২. বিড়ালের ডাককে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের কোনো বিশ্বাস বা সংস্কার গড়ে ওঠেনি।
৩. হাতির পায়ের চিহ্নযুক্ত স্থানে ধিমালরা পা দেয় না। এতে ধিমালরা বিশ্বাস করে পা দিলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে হাতির পায়ের চিহ্নকে কেন্দ্র করে কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় না।
৪. ঘুঘু পাখি বাড়ির চালের উপর ডাকলে ধিমালরা বিশ্বাস করে বাড়ির কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে।	৪. ঘুঘু পাখির ডাককে কেন্দ্র করে এরকম কোনো বিশ্বাস উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে পাওয়া যায় না।
৫. ধিমালদের মধ্যে বাড়ির রসুনের খোসা যদি কেউ রাস্তায় ফেলে দেয় আর তা দেখে যদি কেউ গালিগালাজ করে তবে ধিমালরা বিশ্বাস করে সংসারের কল্যাণ হয়।	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রচলন নেই।
৬. টেকো ব্যক্তি দেখে যাত্রা করলে যাত্রা সফল হয় না বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	৬. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা মাকুন্দ ও তিন ব্রাহ্মণ দেখে যাত্রা করে না। বিশ্বাস করে কার্য সফল হবে না।
৭. ধিমালরা স্বপ্নে আগুন দেখলে কারো সঙ্গে ঝগড় হবে বলে বিশ্বাস করে।	৭. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরে মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।
৮. মিথ্যে কথা যে কোনো সময় বললে তার শরীর বিকলাঙ্গ হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।	৮. বাসি মুখে মিথ্যা বললে মুখ পচে জিভ খসে যায় বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

৯. কোনকিছু বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়ার সময় কুলগাছের পাতা সঙ্গে নিলে ধিমালরা বিশ্বাস করে তা সহজেই বিক্রি হবে।	৯. উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে এরকম কোনো বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

লোকচিকিৎসায় বৈসাদৃশ্য

ধিমাল	বাঙালি
১. রক্ত আমাশা হলে ধিমালরা ছাগলের রক্তের সঙ্গে গোলমরিচ ও থানকুনি পাতার রস মিশ্রণ করে খেয়ে থাকে।	১. রক্ত আমাশা হলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা থানকুনি পাতার রস, আদার রস ও দূর্বা ঘাসের রস পান করে থাকে।
২. পাতলা পায়খানা হলে ধিমালরা বিচি কলা গাছের রস পান করে। এছাড়া ফ্যারং (বন সজনে) গাছের ফল পুড়িয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে খালি পেটে খায়।	২. থানকুনি পাতার রস, পাথরকুচি পাতার রস খালি পেটে খায় সামান্য লবণ দিয়ে।
৩. চুলকানি হলে ধিমালরা গোসাপের চামড়া পুড়িয়ে লাগায়। এছাড়া তুলসীপাতা ও রান্নাঘরের কালি একসঙ্গে মিশিয়ে শরীরে লাগায়।	৩. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা সাধারণত চুলকানিতে নিমপাতা জলে সেদ্ধ করে সেই জল দিয়ে স্নান করে। কিংবা নিমপাতা বেটে চুলকানি স্থানে লাগায়।
৪. রাতকানা রোগ হলে ধিমালরা পাকাকলার ভেতরে জোনাকি পোকা ঢুকিয়ে রাতকানা রোগীর অজান্তে খাওয়ায়।	৪. রাতকানা রোগ হলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা তুলসীপাতার রস ও সাদা ফুলের রস চোখে লাগায়।
৫. চোখে ছানি পরলে ধিমালরা তাজা পয়া মাছের লেজ দিয়ে চোখ সকালবেলায় পরিষ্কার করে।	৫. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা প্রতিদিন শিশির লাগায় সকালে।
৬. দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে ধিমালরা তা বাড়ানোর জন্য গুগলি (জলজ শামুক) লবণ দিয়ে তেল ছাড়া সেদ্ধ করে খায়।	৬. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে ভাতের সঙ্গে কলমী শাক খায়।
৭. দাঁতের ব্যথায় ধিমালরা দাঁতের গোঁড়ায় তামাক পাতা ঢুকিয়ে দেয়।	৭. দাঁতের ব্যথায় উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা পেয়ারা গাছের ছাল জলে সেদ্ধ করে সেই জল দিয়ে বারবার কুলকুচি করে।
৮. শিশুদের বহুমূত্র রোগ হলে ধিমালরা শিশুর বিছানার তলায় রাতে আতপ চাল ছড়িয়ে রেখে সকালে সেগুলি তুলে ভেজে ছাতু করে শিশুকে খাওয়ায়।	৮. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা শিশুদের বহুমূত্র রোগে জামপাতার রস এবং আমলকির রস করে খাওয়ায়।
৯. নাকের ভেতরে ঘা হলে উত্তরবঙ্গের ধিমালরা পাখির পায়ের নিচের অংশ কিংবা হরিণের সিং চেঁছে নিয়ে কাপড়ে বেঁধে জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া নাকে নেয়।	৯. নাকের ঘা হলে উত্তরবঙ্গের ধিমালরা নাক দিয়ে মধু টেনে নেয়।

১০. জন্ডিস হলে ধিমালরা কোডালা (জংলী গাছ) গাছের ছাল ও ভাউটি পাতার রস খায়। তাছাড়া বন সজনের ছাল, মাসকলাইয়ের কুশি ও গোলমরিচ একসঙ্গে খালি পেটে খায়।

১০. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা জন্ডিস হলে অড়হর পাতা ও আখের রস খায়।

১১. হাঁপানি হলে ধিমালরা বাদুরের মাংস খায় চিড়ে ভাজা দিয়ে।

১১. হাঁপানি হলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা কুচিয়ার মাংস খায়। তাছাড়া তুলসীপাতা ও বাসক পাতার রসের সঙ্গে চিনি মিশিয়েও খেতে দেখা যায়।

১২. পায়ের গোড়ালি ফালটে উত্তরবঙ্গের ধিমালরা আতপ চাল ভিজিয়ে রেখে দেওয়ার পর তা থেকে গন্ধ বের হলে ডাবের জলের সঙ্গে মিশিয়ে গোড়ালিতে লাগায়।

১২. উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা গোড়ালি ফাটাতে বট গাছের আঠা লাগায়।